নতুন চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জন্য ম

প্রথম আলো
20 MAY 2026

বাণিজ্যচুক্তি

ঢাকার শেরাটন হোটেলে ১৮ মে অ্যামচেম আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের এক সংলাপে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সদ্য স্বাক্ষরিত 'রেসিপ্রোক্যাল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (এআরটি)' নিয়ে বক্তব্য দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত **ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন**। তাঁর বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে এই লেখা।

ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন

শুরু করার আগে আমরা একটু সময় নিয়ে ফরেস্ট কুকসনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তিনি গত সপ্তাহে মারা গেছেন। ফরেস্ট আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আমি এখানে আমার আগে কাটানো সময়েও তাঁকে ভালোভাবে চিনতাম। সে সময়কার আমাদের প্রাণবন্ত আড্ডাগুলো আমি ভীষণ মিস করব।

আজ এখানে আমি থাকতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। কারণ, আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের এক অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় সময়ের মধ্যে আছি। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অংশীদার। কিন্তু এখন আমরা, মানে আমেরিকান ও বাংলাদেশিরা এক অভূতপূর্ব সুযোগের মুখোমুখি হয়েছি। এর মাধ্যমে এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ পথকে নতুনভাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্যের বিশাল সম্ভাবনা

এ মুহূর্তটি বাংলাদেশের জন্য এক অসাধারণ সুযোগের সময়। ১৭ কোটির বেশি জনসংখ্যার এই দেশ এ অঞ্চলের সবচেয়ে গতিশীল (এবং তরুণ) শ্রমশক্তিগুলোর একটি। দক্ষিণ এশিয়ায় এর কৌশলগত অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ একুশ শতকে একটি বড় উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে ওঠার বিশাল সম্ভাবনা রাখে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সম্প্রতি একটি পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন করেছে। এটিকে 'এআরটি' বলা হচ্ছে। যদি এই চুক্তি পুরোপুরি গ্রহণ করা হয় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে এটি শুধু দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্যই বাড়াবে না বরং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

এআরটি একটি অত্যন্ত ভালো চুক্তি। এটি বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ১৯ শতাংশ প্রতিযোগিতামূলক শুল্কহারে প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে সাহায্য করবে। চুক্তি না থাকলে এই হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারত। একই সঙ্গে এই চুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ তার শুল্কহার এবং অশুল্ক বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতায় কিছু পরিবর্তন আনবে, যাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ে এবং দুই দেশের বাণিজ্য ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

যদি কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে খুব কম আমদানি করে এবং অন্য দেশ থেকে বেশি আমদানি করে, তাহলে টেকসই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না। বরং এর ফলে বড় এবং দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যঘাটতি তৈরি হয়। আর সেই ঘাটতি সে বাজারকেই দুর্বল করে, যেটির ওপর আপনি নির্ভর করছেন।

যদি আপনি আমাদের কাছে বিক্রি করতে চান, তাহলে আপনাকে আমাদের কাছ থেকেও কেনার চেষ্টা করতে হবে। সেদিক বিবেচনায় রেখে, এআরটি অনুযায়ী বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মধ্যে আছে গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টা। এগুলো উচ্চমানের মার্কিন পণ্য, যেগুলো বাংলাদেশ সরকারের এবং বেসরকারি ক্রেতারা অত্যন্ত মানসম্পন্ন বলে নিশ্চিত করেছেন। এগুলো উচ্চ মূল্যের ক্রয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাধারণত গণমাধ্যম এবং বিশ্লেষকেরা শুধু দামের ওপর জোর দেন; কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মান ও প্রোটিনের পরিমাণের মতো বিষয়কে গুরুত্ব দেন। আপনি যা মূল্য দেন, তা-ই পান। অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্য অধিদপ্তর যে গম কিনেছে, সেখানে নষ্ট হওয়ার হার ছিল ২০ শতাংশ পর্যন্ত। অথচ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা গমে এই নষ্ট হওয়ার হার মাত্র ২ দশমিক ৫ শতাংশ। এ ছাড়া প্রোটিনের মাত্রা ১১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে। এটাকেই বলা যায় উচ্চ মূল্যের পণ্য এবং আমি গর্বিত যে এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ উচ্চমানের মার্কিন কৃষিপণ্য ভোগ করতে পারবে।

এই চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ আগামী ১৫ বছরে ১৫ বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি পণ্য কিনবে, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি আমদানি বর্তমান হারে অব্যাহত রাখলেই পূরণ হয়ে যাবে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহকারী দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বিবেচনায় নিলে এটি এমন একটি প্রতিশ্রুতি, যা বাজারের স্বাভাবিক প্রবণতার কারণেই সম্ভবত ছাড়িয়ে যাবে। একই সঙ্গে তা বাংলাদেশের জ্বালানি সরবরাহ আরও সহজ করবে।

এগুলো কোনো সাহায্য নয়, এগুলো ব্যবসার চুক্তি, যা দুই দেশেই কাজের সুযোগ বাড়াবে। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ কম শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য বিক্রি করতে পারবে, যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশে সহজে পণ্য বিক্রি করতে পারবে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ব্যবসার পরিবেশ আরও ভালো করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা দেশের ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের জন্যই ভালো। এটি বাংলাদেশের নিজের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর বিষয়।

- চুক্তিটি বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৯ শতাংশ শুল্কহারে প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে সাহায্য করবে। চুক্তি না থাকলে এই হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারত।
- এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ কম শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য বিক্রি করতে পারবে, যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশে সহজে পণ্য বিক্রি করতে পারবে।
- বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মধ্যে আছে গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টা।

এটা কোনো গোপন কথা নয় যে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবসা করার জন্য একটি কঠিন জায়গা হিসেবে পরিচিত। দেশীয় কোম্পানিগুলোও দীর্ঘদিন ধরে সেসব সংস্কারের কথা বলে আসছে। সেগুলো এআরটি চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

একসঙ্গে কাজ করা : সফলতার জন্য যা প্রয়োজন

এখন আমি খোলাখুলিভাবে বলছি—বাংলাদেশের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এবং আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে দেখাতে যে বাংলাদেশ ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত, আমাদের কী কী বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

প্রথম বিষয় : পূর্বানুমানযোগ্যতা ও চুক্তির নিশ্চয়তা। ব্যবসায়িক সম্পর্কের ভিত্তি হলো আস্থা আর আস্থা নির্ভর করে চুক্তি বাস্তবায়নের ওপর। আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে নিশ্চিত হতে হবে যে বাংলাদেশি কোম্পানি ও সরকার—উভয়ের সঙ্গে করা চুক্তিকে সম্মান করা হবে এবং নিয়মিত বাস্তবায়িত হবে। যখন চুক্তি মানা হয়, তখন বিনিয়োগ আসে। আর যখন মানা হয় না, তখন বিনিয়োগকারীরা অন্য দেশে চলে যায়। এটি এমন একটি বিষয়, যা আমরা একসঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে পারি।

দ্বিতীয় বিষয় : স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ নীতি পরিবেশ। বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজন পূর্বানুমানযোগ্যতা। তাদের জানতে হবে, আজ যে নিয়ম আছে, কালও সেই একই নিয়ম থাকবে। তারা যেন অন্যায্য করের চাপ বা পুঁজি ও তথ্য (ডেটা) চলাচলে বাধার মুখে না পড়ে। আমাদের বাণিজ্যচুক্তিতে বাংলাদেশকে স্বচ্ছ এবং বৈষম্যহীন আমদানি লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় বিষয় : ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ। খোলাখুলি বললে, কিছু ব্যবসায়িক পদ্ধতি—যেমন অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা বা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া—বড় আকারের আমেরিকান বিনিয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সত্যিকারভাবে বদলে দিতে পারত। আমেরিকান কোম্পানিগুলো কঠোর কমপ্লায়েন্স বা নিয়ম মেনে চলে। তাদের দরকার স্বচ্ছ ক্রয়প্রক্রিয়া, পরিষ্কার নিয়ন্ত্রক-কাঠামো এবং সবার জন্য সমান সুযোগ। এর মধ্যে রয়েছে—ব্যবসা নিবন্ধন ও লাইসেন্স সহজ করা; শুল্ক ও কাস্টমস প্রক্রিয়া ডিজিটাল করা; নিয়ন্ত্রক সিদ্ধান্ত যেন নিরপেক্ষ মানদণ্ডের ভিত্তিতে হয় তা নিশ্চিত করা; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করা; আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শ্রম ও পরিবেশগত মান নিশ্চিত করা।

আমাদের চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে, জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে তৈরি পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা এবং শ্রম আইন প্রয়োগ আরও শক্তিশালী করা। এগুলো শুধু যুক্তরাষ্ট্রের দাবি নয়; এগুলো এমন মানদণ্ড, যা বাংলাদেশকে বৈশ্বিকভাবে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে।

কেন যুক্তরাষ্ট্রকে অংশীদার হিসেবে বেছে নেবেন

আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, কেন দীর্ঘ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে ভালো বাণিজ্যিক অংশীদার।

প্রথমত, আমরা স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতায় বিশ্বাস করি। আমেরিকান কোম্পানিগুলো আইনের শাসনের অধীন কাজ করে, যেখানে চুক্তি পরিষ্কার এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া পূর্বানুমানযোগ্য। আমরা দিই, যা পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে এমন অংশীদারি দিই, যা কোনো চুক্তি নয়, কোনো বাস্তব ব্যবসা পরি নয়, কোনো অকার্যকর 'হোয়াইট এ এবং কোনো ঋণের ফাঁদ কূটনী আমাদের প্রকল্পগুলোতে গভীরভাবে বাংলাদেশকে এমন কোনো প্রকল্পে না, যা কোনো লাভই দেয় না—ে ডলারের 'টানেল টু নোহয়ার'।

দ্বিতীয়ত, আমরা অত্যাধুনিক উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি থেকে ভি পরিচ্ছন্ন জ্বালানি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধি আমেরিকান কোম্পানিগুলো নিশে

তৃতীয়ত, আমরা সক্ষমতা আমেরিকান বিনিয়োগ শুধু অবকাঠ এটি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়, দ এবং এমন টেকসই কর্মসংস্থান তৈ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এখন আমি কিছু খাতের সুযো

জ্বালানি : বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শ

প্রথমে জ্বালানি খাত। বাংলাদেশে পূরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সালের মধ্যে জ্বালানি খাতে আনু ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন। কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যে বাং অর্থনৈতিক অংশীদার। শেভরন গ্যাস সরবরাহের অর্ধেক দেয় এ জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

একসিলারেট এনার্জি তরল (এলএনজি) আমদানির আরও করে এবং আরও বাড়াতে আগ্র কম্বাইন্ড-সাইকেল গ্যাস টারবাইন রাখছে। এটি এবং অন্যান্য মা আরও জ্বালানি অবকাঠামো নি আধুনিকীকরণের জন্য প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বর্ত পূরণে অংশীদার এবং আমরা শিল্প ভবিষ্যতের জ্বালানিনিরাপত্তা

প্রযুক্তি : বাংলাদেশকে বৈশ্বিক সু

১০ কোটির বেশি ইন্টারনেট ব্য মোবাইল ফোন সাবস্ক্রাইবার এ পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা নি ডিজিটাল অবকাঠামো আরও করতে হবে। এটি মার্কিন প্রযুক্তি সহযোগিতার বাস্তব সুযোগ খাতের বৈশ্বিক নেতা। স্টারলিংক মাইক্রোসফট ও অগমেন্ডিে প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বাংলাদে

…ক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক

প্রথম আলো
20 MAY 2026

এআরটি একটি অত্যন্ত ভালো চুক্তি। এটি বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ১৯ শতাংশ প্রতিযোগিতামূলক শুল্কহারে প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে সাহায্য করবে। চুক্তি না থাকলে এই হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারত। একই সঙ্গে এই চুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ তার শুল্কহার এবং অশুল্ক বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতায় কিছু পরিবর্তন আনবে, যাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ে এবং দুই দেশের বাণিজ্য ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

যদি কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে খুব কম আমদানি করে এবং অন্য দেশ থেকে বেশি আমদানি করে, তাহলে টেকসই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না। বরং এর ফলে বড় এবং দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যঘাটতি তৈরি হয়। আর সেই ঘাটতি সে বাজারকেই দুর্বল করে, যেটির ওপর আপনি নির্ভর করছেন।

যদি আপনি আমাদের কাছে বিক্রি করতে চান, তাহলে আপনাকে আমাদের কাছ থেকেও কেনার চেষ্টা করতে হবে। সেদিক বিবেচনায় রেখে, এআরটি অনুযায়ী বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মধ্যে আছে গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টা। এগুলো উচ্চমানের মার্কিন পণ্য, যেগুলো বাংলাদেশ সরকারের এবং বেসরকারি ক্রেতারা অত্যন্ত মানসম্পন্ন বলে নিশ্চিত করেছেন। এগুলো উচ্চ মূল্যের ক্রয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাধারণত গণমাধ্যম এবং বিশ্লেষকেরা শুধু দামের ওপর জোর দেন; কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মান ও প্রোটিনের পরিমাণের মতো বিষয়কে গুরুত্ব দেন। আপনি যা মূল্য দেন, তা-ই পান। অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্য অধিদপ্তর যে গম কিনেছে, সেখানে নষ্ট হওয়ার হার ছিল ২০ শতাংশ পর্যন্ত। অথচ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা গমে এই নষ্ট হওয়ার হার মাত্র ২ দশমিক ৫ শতাংশ। এ ছাড়া প্রোটিনের মাত্রা ১১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে। এটাকেই বলা যায় উচ্চ মূল্যের পণ্য এবং আমি গর্বিত যে এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ উচ্চমানের মার্কিন কৃষিপণ্য ভোগ করতে পারবে।

এই চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ আগামী ১৫ বছরে ১৫ বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি পণ্য কিনবে, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি আমদানি বর্তমান হারে অব্যাহত রাখলেই পূরণ হয়ে যাবে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহকারী দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বিবেচনায় নিলে এটি এমন একটি প্রতিশ্রুতি, যা বাজারের স্বাভাবিক প্রবণতার কারণেই সম্ভবত ছাড়িয়ে যাবে। একই সঙ্গে তা বাংলাদেশের জ্বালানি সরবরাহ আরও সহজ করবে।

এগুলো কোনো সাহায্য নয়, এগুলো ব্যবসার চুক্তি, যা দুই দেশেই কাজের সুযোগ বাড়াবে। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ কম শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য বিক্রি করতে পারবে, যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশে সহজে পণ্য বিক্রি করতে পারবে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ব্যবসার পরিবেশ আরও ভালো করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা দেশের ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের জন্যই ভালো। এটি বাংলাদেশের নিজের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর বিষয়।

▶ চুক্তিটি বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৯ শতাংশ শুল্কহারে প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে সাহায্য করবে। চুক্তি না থাকলে এই হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারত।

▶ এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ কম শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য বিক্রি করতে পারবে, যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশে সহজে পণ্য বিক্রি করতে পারবে।

▶ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মধ্যে আছে গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টা।

এটা কোনো গোপন কথা নয় যে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবসা করার জন্য একটি কঠিন জায়গা হিসেবে পরিচিত। দেশীয় কোম্পানিগুলোও দীর্ঘদিন ধরে সেসব সংস্কারের কথা বলে আসছে। সেগুলো এআরটি চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

একসঙ্গে কাজ করা : সফলতার জন্য যা প্রয়োজন

এখন আমি খোলাখুলিভাবে বলছি—বাংলাদেশের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এবং আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে দেখাতে যে বাংলাদেশ ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত, আমাদের কী কী বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

প্রথম বিষয়: পূর্বানুমানযোগ্যতা ও চুক্তির নিশ্চয়তা। ব্যবসায়িক সম্পর্কের ভিত্তি হলো আস্থা আর আস্থা নির্ভর করে চুক্তি বাস্তবায়নের ওপর। আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে নিশ্চিত হতে হবে যে বাংলাদেশি কোম্পানি ও সরকার—উভয়ের সঙ্গে করা চুক্তিকে সম্মান করা হবে এবং নিয়মিত বাস্তবায়িত হবে। যখন চুক্তি মানা হয়, তখন বিনিয়োগ আসে। আর যখন মানা হয় না, তখন বিনিয়োগকারীরা অন্য দেশে চলে যায়। এটি এমন একটি বিষয়, যা আমরা একসঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে পারি।

দ্বিতীয় বিষয়: স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ নীতি পরিবেশ। বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজন পূর্বানুমানযোগ্যতা। তাদের জানতে হবে, আজ যে নিয়ম আছে, কালও সেই একই নিয়ম থাকবে। তারা যেন অন্যায্য করের চাপ বা পুঁজি ও তথ্য (ডেটা) চলাচলে বাধার মুখে না পড়ে। আমাদের বাণিজ্যচুক্তিতে বাংলাদেশকে স্বচ্ছ এবং বৈষম্যহীন আমদানি লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় বিষয়: ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ। খোলাখুলি বললে, কিছু ব্যবসায়িক পদ্ধতি—যেমন অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা বা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া—বড় আকারের আমেরিকান বিনিয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সত্যিকারভাবে বদলে দিতে পারত। আমেরিকান কোম্পানিগুলো কঠোর কমপ্লায়েন্স বা নিয়ম মেনে চলে। তাদের দরকার স্বচ্ছ ক্রয়প্রক্রিয়া, পরিষ্কার নিয়ন্ত্রক-কাঠামো এবং সবার জন্য সমান সুযোগ। এর মধ্যে রয়েছে—ব্যবসা নিবন্ধন ও লাইসেন্স সহজ করা; শুল্ক ও কাস্টমস প্রক্রিয়া ডিজিটাল করা; নিয়ন্ত্রক সিদ্ধান্ত যেন নিরপেক্ষ মানদণ্ডের ভিত্তিতে হয় তা নিশ্চিত করা; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করা; আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শ্রম ও পরিবেশগত মান নিশ্চিত করা।

আমাদের চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে, জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে তৈরি পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা এবং শ্রম আইন প্রয়োগ আরও শক্তিশালী করা। এগুলো শুধু যুক্তরাষ্ট্রের দাবি নয়; এগুলো এমন মানদণ্ড, যা বাংলাদেশকে বৈশ্বিকভাবে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে।

কেন যুক্তরাষ্ট্রকে অংশীদার হিসেবে বেছে নেবেন

আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, কেন দীর্ঘ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে ভালো বাণিজ্যিক অংশীদার।

প্রথমত, আমরা স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতায় বিশ্বাস করি। আমেরিকান কোম্পানিগুলো আইনের শাসনের অধীন কাজ করে, যেখানে চুক্তি পরিষ্কার এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া পূর্বানুমানযোগ্য। আমরা এমন অংশীদারত্ব দিই, যা পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আমরা এমন অংশীদারি দিই, যা কোনো আড়াল-আবডাল চুক্তি নয়, কোনো বাস্তব ব্যবসা পরিকল্পনা ছাড়া প্রকল্প নয়, কোনো অকার্যকর 'হোয়াইট এলিফ্যান্ট' প্রকল্প নয় এবং কোনো ঋণের ফাঁদ কূটনীতি নয়। আমরা আমাদের প্রকল্পগুলোতে গভীরভাবে যাচাই করি এবং বাংলাদেশকে এমন কোনো প্রকল্পের দায়ে ফেলে যাই না, যা কোনো লাভই দেয় না—যেমন এক বিলিয়ন ডলারের 'টানেল টু নোহয়ার'।

দ্বিতীয়ত, আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আসি। উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি থেকে ডিজিটাল অবকাঠামো, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—সব ক্ষেত্রেই আমেরিকান কোম্পানিগুলো বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে।

তৃতীয়ত, আমরা সক্ষমতা গঠনে গুরুত্ব দিই। আমেরিকান বিনিয়োগ শুধু অবকাঠামো তৈরি করে না; এটি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়, দক্ষতা স্থানান্তর করে এবং এমন টেকসই কর্মসংস্থান তৈরি করে, যা পরিবার ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এখন আমি কিছু খাতের সুযোগ নিয়ে কথা বলছি।

জ্বালানি : বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শক্তি গঠন

প্রথমে জ্বালানি খাত। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে ২০৫০ সালের মধ্যে জ্বালানি খাতে আনুমানিক ১৮০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন। আমেরিকান জ্বালানি কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার। শেভরন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের অর্ধেক দেয় এবং আরও উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

একসিলারেট এনার্জি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির আরও এক-তৃতীয়াংশ সহজ করে এবং আরও বাড়াতে আগ্রহী। জিই ভেরনোভা কম্বাইন্ড-সাইকেল গ্যাস টারবাইন বাজারে বড় ভূমিকা রাখছে। এটি এবং অন্যান্য মার্কিন কোম্পানিগুলো আরও জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ গ্রিড আধুনিকীকরণের জন্য প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বর্তমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে অংশীদার এবং আমরা বহু বছর ধরে দেশের শিল্প ভবিষ্যতের জ্বালানিনিরাপত্তা গড়ে তুলতেও প্রস্তুত।

প্রযুক্তি : বাংলাদেশকে বৈশ্বিক সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করা

১০ কোটির বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, ১৬ কোটি মোবাইল ফোন সাবস্ক্রাইবার এবং সারা দেশে হাইটেক পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশকে তার ডিজিটাল অবকাঠামো আরও বড় পরিসরে উন্নত করতে হবে। এটি মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার বাস্তব সুযোগ তৈরি করছে, যারা এই খাতের বৈশ্বিক নেতা। স্টারলিংক, গুগল পে, ওরাকল, মাইক্রোসফট ও অগমেডিক্সের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তাদের সেবা চালু করতে শুরু করেছে।

আমরা একসঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশকে এমন একটি নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারি, যা গ্রামীণ অঞ্চলকে বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করবে, ই-কমার্সকে সক্ষম করবে এবং প্রযুক্তি স্টার্টআপ ও উদ্ভাবকদের জন্য সুযোগ তৈরি করবে। এটি এমন ধরনের উচ্চ বেতনের চাকরি সৃষ্টি করবে, যা আধুনিক অর্থনীতির জন্য এবং তরুণদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বাণিজ্যচুক্তিতে ডিজিটাল বাণিজ্য-সম্পর্কিত ধারা রয়েছে, যাতে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ডিজিটাল অর্থনীতিতে পূর্ণভাবে অংশ নিতে পারে এবং আমরা চাই আমেরিকান জ্ঞান ও প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য আরও বড় সুযোগের পথ তৈরি করুক।

প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তি খাতে ১০ লাখ নতুন চাকরির আহ্বান জানিয়েছেন—এটি বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে যদি না যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তারা বিনিয়োগ করবে তখনই যখন তারা অবকাঠামো, ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে আস্থা পাবে। এর মধ্যে আর্থিক প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের ৭০ শতাংশ আর্থিক লেনদেন এখনো নগদে হয়। এটি এমন একটি সুযোগ, যা আমাকে সত্যিই উৎসাহিত করে। এটি বিশাল একটি প্রবৃদ্ধির সুযোগ। এই সুযোগ শুধু দেশের আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করার জন্য নয়, বরং পুরো দেশকে রূপান্তর করার জন্যও। ভিসা ও মাস্টার কার্ডের মতো আমেরিকান কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের আর্থিক পরিষেবা খাতে বিশাল সম্ভাবনা দেখছে।

আধুনিক অবকাঠামোর মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা

বাংলাদেশের দ্রুত প্রবৃদ্ধি এখন আধুনিক ও কার্যকর অবকাঠামোর নতুন চাহিদা তৈরি করছে এবং এই চাহিদা পূরণে যুক্তরাষ্ট্র একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হতে প্রস্তুত। রেল খাতে, মার্কিন কোম্পানিগুলো লোকোমোটিভ, সিগন্যালিং এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা আধুনিকীকরণে সহায়তা করতে পারে, যাতে মানুষ ও পণ্য আরও দক্ষভাবে চলাচল করতে পারে।

ফ্রেমওয়ার্ক থেকে বাস্তবায়ন : একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া

এখন পরিস্থিতি হলো—আমাদের কাছে এআরটি চুক্তির একটি শক্তিশালী কাঠামো আছে এবং বিভিন্ন খাতে বিশাল সুযোগ রয়েছে; এখন প্রয়োজন বাস্তব পদক্ষেপ। আমি আবারও জোর দিয়ে বলছি—আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিটি ধাপে কাজ করতে প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত। আমি প্রস্তুত। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশও প্রস্তুত।

● **ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন** বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত

*মতামত লেখকের নিজস্ব

বণিক বার্তা

2 0 MAY 2026

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বিজনেস ফোরামের মেগা ইভেন্ট অনুষ্ঠিত

কালবেলা প্রতিবেদক ››

ঢাকায় বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বিজনেস ফোরাম এবং বি২বি ট্রেড কানেক্টিং ইভেন্ট ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার একটি হোটেলে ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ফরেন মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশে ভিয়েতনাম দূতাবাস এবং বাংলাদেশে ভিয়েতনাম বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের (ভিবিএস) সমন্বয়ে এ আয়োজন করা হয়েছে।

আয়োজনে প্রায় ২০০টি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এবারের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ভিয়েতনামি প্রতিনিধিদলে ২৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ছিলেন। তারা সফটওয়্যার উৎপাদন, প্রি-ইঞ্জিনিয়ারড স্টিল ভবন নির্মাণ, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সার উৎপাদন, কৃষি ও বনজ পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পর্যটন এবং ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ আমদানি-রপ্তানি ব্যবসাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে কাজ করছেন। বিশেষভাবে এ বছরের ফোরামে ভিয়েতনামে উৎপাদিত যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক মোটর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এবং ভিয়েতনামের মেডিকেল ট্যুরিজম সেবাও উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ বছরের কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য ছিল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে, আস্থা শক্তিশালী করে, একসঙ্গে উন্নয়নের পথে। এ প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে দুই দেশের পারস্পরিক মিল, সহযোগিতার মানসিকতা এবং জাতীয় নির্বাচনের পর বাংলাদেশের নতুন সরকারের সহায়ক ভূমিকার বিষয়টি ফের তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ পটেটো এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং আরও কয়েকটি পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত নগুয়েন মান কুয়ং দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদারের গুরুত্ব তুলে ধরেন। নিজের উপস্থাপনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-দক্ষিণ এশিয়া ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বিভাগের প্রধান এবং বাংলাদেশ বাজার তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত মিস লে থি মাই আং বলেন, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের বাজারের আকার, সম্ভাবনা এবং পরিপূরক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অত্যন্ত ভালো সামঞ্জস্য রয়েছে। সমন্বিত উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির পথে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে চায় দুই দেশ।

বি২বি নেটওয়ার্কিং অধিবেশনে বেশ কয়েকটি চুক্তি ও সহযোগিতা সমঝোতা খসড়া ও স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ভিয়েতনামে উৎপাদিত উচ্চপ্রযুক্তির ওয়েল্ডিং মেশিন ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম বাংলাদেশে সরবরাহের জন্য হং কি কোম্পানি এবং পদ্মা কমিউনিকেশনের মধ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি, বাংলাদেশি গ্রাহকদের জন্য ভিয়েতনামে চিকিৎসা ও পর্যটন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এশিয়া ডিএমসি ভিয়েতনাম এবং রূপসা এয়ার সার্ভিসেসের মধ্যে চুক্তি এবং ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ হাউস প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত একটি চুক্তি।

এ প্রকল্পের আওতায় দুই পক্ষ সাংস্কৃতিক পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি, মৌলিক আইনগত সচেতনতা, ভিয়েতনামি ও বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং দুই দেশে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও সামগ্রীর পরিচিতি বাড়াতে কাজ করবে। প্রকল্পটি বাংলাদেশে ভিয়েতনাম দূতাবাস এবং ভিয়েতনামে বাংলাদেশ দূতাবাসের আনুষ্ঠানিক সহযোগিতায় পরিচালিত হবে।

The Daily Star

20 MAY 2026

Garment sector far off renewable energy target

Finds new study on 2035 EU due diligence rules

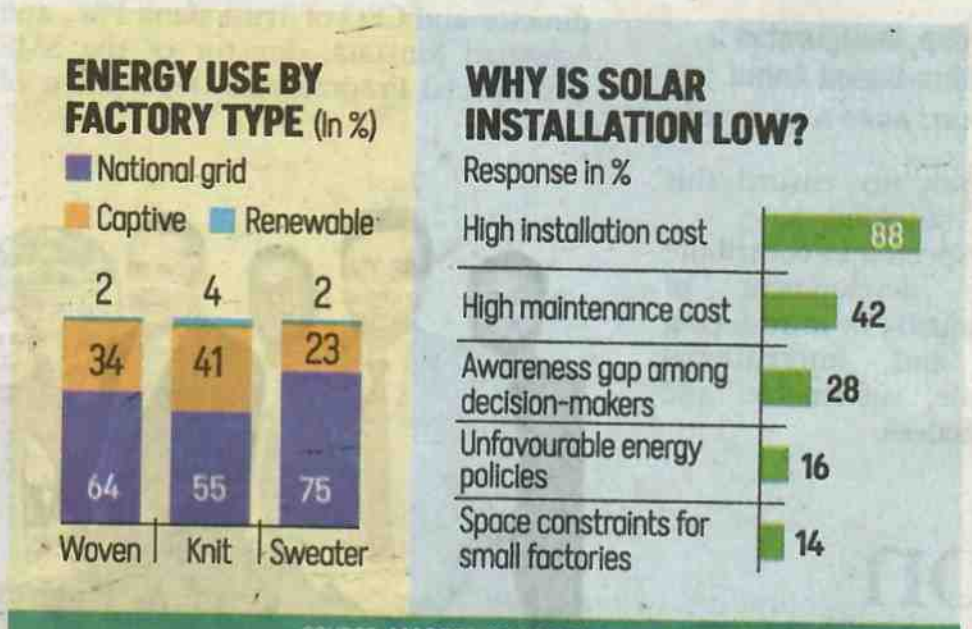

STAR BUSINESS REPORT

Local garment factories remain far from meeting clean energy consumption targets, held back by high renewable energy costs, limited rooftop space and policy bottlenecks that are slowing adoption across the sector, according to a new study.

The findings come as global buyers tighten sustainability requirements and increase pressure on exporters to cut emissions across supply chains under the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

The directive, which came into effect last year, requires garment factories in Bangladesh to generate 35 percent of their power from renewable energy sources by 2035 for smooth Western exports.

On the ground, however, just 3 percent of electricity used by garment factories currently comes from renewable sources, according to the study.

It was prepared by Mapped in Bangladesh (MiB) of the Centre for Entrepreneurship Development (CED) at BRAC University after surveying 878 factories in Gazipur and Narayanganj.

The findings, presented at an event at Sheraton Dhaka yesterday, show that the apparel sector remains heavily dependent on conventional energy despite the 2035 deadline. BRAC

The Daily Star

20 MAY 2026

It found that 61.5 percent of energy use comes from the national grid and 35.5 percent from captive generation.

A large chunk of respondents, 88 percent, cited high installation costs as a barrier to renewable energy adoption. Another 42 percent pointed to high maintenance costs.

Some 28 percent said a lack of awareness was a factor, while 16 percent blamed unfavourable policies. A further 14 percent cited limited space in smaller factories.

The findings were presented by Md Faizul Islam, senior programme manager, and ANM Ata Ullah, lead stakeholder engagement and collaboration specialist.

The study found that renewable energy adoption is significantly lower in Narayanganj at 0.9 percent compared with 3.6 percent in Gazipur.

The study estimated that total floor space across the surveyed factories stands at 155,065,398 square feet, with about 9,073,089 square feet available for solar panel installation.

It noted that one square foot of solar panel can produce around 1.10 kWh per month. Based on available space, maximum potential electricity generation is estimated at 69,862,278.5 kWh per month, which could reduce carbon emissions by about 9.84 percent, according to the study.

The authors said Bangladesh is moving towards a more ambitious renewable energy transition through the Renewable Energy Policy 2025 and updated climate commitments, including increased renewable energy generation and wider promotion of rooftop solar systems in industrial facilities.

In this context, they said the ready-made garment sector is central to this transition, given its high electricity consumption and importance to export earnings and industrial growth.

Around 80 percent of factories receive less than 1 percent of their total energy from renewable sources, while only 5 percent source more than 10 percent.

According to the report, larger factories show greater diversification in energy use, while small and micro factories remain heavily dependent on grid electricity. In these smaller units, renewable energy use remains below 1 percent.

The surveyed factories consume about 70.2 million kWh of electricity each month, producing an estimated 46.1 million kilograms of carbon dioxide emissions.

Although rooftop solar potential exists, physical constraints remain significant. Only about 5.8 percent of total floor space is suitable for solar installation, and full use of available rooftop space would meet only about 14 percent of total energy demand under current efficiency levels.

The study recommended establishing an RMG green finance window for solar and energy-efficient technologies, introducing energy grading for industrial equipment, and developing factory-level energy and carbon reporting systems. It also suggested using carbon credits and carbon exchanges to finance verified emission reductions.

Other recommendations included forming an RMG energy transition taskforce and creating an independent monitoring body to track progress.

The authors also called for decarbonising the national grid, expanding rooftop solar, enabling offsite renewable procurement, and promoting energy-efficient machinery. They further suggested reducing diesel dependency through hybrid systems, batteries and more efficient captive generation.

Vidiya Amrit Khan, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said 4.75 percent of electricity is currently generated from renewable sources. She said reaching the 35 percent target by 2035 would not be difficult if government policy support is included in the next budget.

Power, Energy and Mineral Resources Minister Iqbal Hassan Mahmood said duty should be waived on the import of solar panels and other equipment to speed up renewable energy installation.

The Financial Express

20 MAY 2026

Only 3.0pc RMG factories use renewable energy: Study

Most factories rely on grid electricity

FE REPORT

- Rooftop solar can meet only 13pc energy demand currently
- Factories emit 41.5m kilograms carbon dioxide every month
- High installation costs slow renewable energy adoption in factories
- Govt plans generating 5,000MW solar power within five years

Only 3.0 per cent of surveyed readymade garment (RMG) factories in Bangladesh meet their energy needs through renewable sources, with solar power being the only form of renewable energy currently in use, according to a new study.

The study, conducted by Mapped in Bangladesh (MiB), found that the majority of factories remain heavily dependent on conventional power sources, particularly the national grid.

According to the findings, around 61.5 per cent of factories' energy consumption comes from the national grid, while 35.5 per cent is supplied through captive power generation systems.

The study also highlighted the limited scope for expanding rooftop solar despite its potential. Only about 5.8 per cent, or 9.07 million square feet, of the total floor space of surveyed factories is currently suitable for solar panel installation.

Even if the entire suitable rooftop space is utilised, it would meet only around 13 per cent of the factories' total energy demand under existing efficiency levels, the report noted.

MiB surveyed 878 export-oriented garment factories -- 616 in Gazipur and 262 in Narayanganj -- between November 2023 and May 2024 to assess energy consumption patterns, renewable energy adoption, emissions profiles and rooftop solar potential.

MiB team members Faizul Islam and ANM Ata Ullah presented the findings at a programme held at a city hotel on Tuesday, where Power, Energy and Mineral Resources Minister Iqbal Hassan Mahmood attended as the chief guest.

MiB is a digital platform that maps Bangladesh's export-oriented garment factories and is implemented by the Centre for Entrepreneurship Development (CED) at BRAC University.

The report revealed that around 80 per cent of factories receive less than 1.0 per cent of their total energy from renewable sources, while only 5.0 per cent source more than 10 per cent of their energy from renewables. Large factories show comparatively greater diversification in energy sourcing, whereas small and micro factories remain highly dependent on grid electricity. Renewable energy adoption among smaller factories remains below 1.0 per cent, according to the study.

The surveyed factories consume around 70.2 million kilowatt-hours (kWh) of electricity every month, generating an estimated 41.5 million kilograms of carbon dioxide (CO?) emissions monthly.

The report identified high installation costs as the biggest obstacle to adopting renewable technologies in garment factories. Other major barriers include high maintenance costs, lack of awareness among decision-makers, unfavourable energy policies and space constraints, particularly for smaller units.

The study recommended decarbonising the national grid, scaling up rooftop solar systems, enabling offsite renewable energy procurement through power purchase agreements (PPAs) and solar zones, and promoting energy-efficient machinery.

Speaking at the programme, Energy Minister Iqbal Hassan Mahmood indicated that electricity prices may rise further, saying the government purchases power at high rates but sells it at lower prices.

"There is no alternative to solar power in the current context," he said, adding that the government plans to generate 5,000 megawatts of solar energy over the next five years.

The minister also hinted that the upcoming national budget could include measures to encourage greater use of solar energy.

He said import duties on various types of solar power equipment would be withdrawn to support renewable energy expansion.

To prevent misuse of duty benefits, the government may introduce a bonded warehouse system for solar equipment imports if necessary, he added.

Mr Mahmood also said the government plans to introduce rooftop solar systems in buildings across Dhaka with private sector support.

DBL Group Vice Chairman MA Rahim stressed the need for a stable long-term policy framework for at least five years to help entrepreneurs plan investments and business operations.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Director Sheikh HM Mustafiz urged the government to provide low-cost, long-term financing facilities for small and medium factories to install solar panels.

"There is no alternative for SME entrepreneurs in the garment sector but to adopt renewable energy, including solar power, due to increasing pressure from international buyers," he said.

However, he identified financing as one of the biggest challenges for factory owners.

"If entrepreneurs fail to shift to renewable energy, they will face serious challenges in the future," he added, noting that major global buyers, including H&M, have already set targets for supplier factories to reduce carbon emissions by 25 per cent.

BRAC University Pro-Vice Chancellor Prof Arshad Mahmud Chowdhury, BRAC Business School Dean Prof Mujibul Haque and Bangladesh Investment Development Authority Executive Member Nahian Rahman Rochi, among others, also spoke at the event.

munni_fe@yahoo.com

The Financial Express

20 MAY 2026

DIVERSIFIED JUTE PRODUCTS FAIR BEGINS IN CITY

Jute sector could fetch up to $7b: Minister

Bangladesh can boost its jute sector export earnings from the current $1 billion to up to $7 billion, Textiles and Jute Minister Khandaker Abdul Muktadir has said.

He was speaking at the inauguration of diversified jute products fair at the Jute Diversification Promotion Centre (JDPC) in the capital's Farmgate on Tuesday, reports bdnews24.com.

Recalling the golden era of the sector, the minister noted that in the 1972-73 fiscal year, jute and jute goods accounted for nearly 90 per cent of the country's total export earnings -- contributing $313 million out of a total $348 million.

"While Bangladesh's total export earnings have now risen to $50-55 billion, jute's contribution remains stagnant at around $1 billion," Muktadir said.

"To tap into this unrealised potential, the government has adopted a time-bound action plan."

The minister emphasised that achieving self-sufficiency in high-quality jute seed production is the primary goal for sustainable development in the sector.

Textiles and Jute Minister Khandaker Abdul Muktadir visits a stall at the diversified jute products fair at the Jute Diversification Promotion Centre (JDPC) in the capital on Tuesday

Bangladesh currently requires around 6,000 tonnes of jute seeds annually, a demand heavily reliant on imports.

To ensure fair prices for farmers, Muktadir stressed the need for product diversification, innovative designs, and expanding into high-value global markets through increased investment in research and technology.

He also shared plans to partner with leading Chinese universities to improve productivity, develop superior seeds, and design export-quality goods.

A comprehensive roadmap is being drafted in collaboration with the JDPC and private sector stakeholders.

The minister added that state-owned jute mills are being swiftly transitioned to private management to ensure modernisation, increased production, and profitability.

Muktadir highlighted that Prime Minister Tarique Rahman is "highly keen" on reviving the sector's lost glory, adding that the government will regularly monitor progress under a structured timeline.

State Minister for Textiles and Jute Md Shariful Alam also spoke at the event, calling for a collective economic and social revolution in the industry.

He noted that reviving the sector would generate substantial foreign currency and drive socio-economic development for rural farmers and industry stakeholders alike, ultimately creating new employment opportunities across rural and urban areas.

The fair will remain open to the public daily from 10:00am to 9:00pm until May 23.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard

20 MAY 2026

Rooftop solar can meet up to 14% of RMG's power demand: Study

ENERGY – BANGLADESH

TBS REPORT

Rooftop solar installations could potentially meet up to 14% of total electricity demand in Bangladesh's ready-made garment sector, according to a survey conducted by Mapped in Bangladesh (MiB).

According to the report, the amount of power currently generated from solar in these factories accounts for only 3% of their total power consumption, despite growing potential.

The report was launched at an event held at a hotel in Banani, Dhaka yesterday.

The study also found that around 80% of factories receive less than 1% of their total energy from renewable sources, while only 5% of factories source more than 10% of their energy from renewables.

> *If entrepreneurs fail to shift to renewable energy, they will face serious challenges in the future. Major buyers, including H&M, have set targets for their supplier factories to reduce carbon emissions by 25%.*
>
> SHEIKH MUSTAFIZ
> DIRECTOR, BGMEA

It further revealed that 61.5% of factory energy consumption comes from the national grid, while about 36% is generated from captive power systems.

The survey, conducted between mid-2023 and 2024 across 878 export-oriented garment factories in Narayanganj and Gazipur, was jointly presented by MiB team members Faizul Islam and ANM Ata Ullah.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) director Sheikh Mustafiz said there is no alternative for SME entrepreneurs in the ready-made garment I SEE PAGE 2 COL 2

...PAGE 5

sector but to adopt renewable energy, including solar power, due to growing pressure from global buyers.

However, he identified financing as one of the major barriers.

"If entrepreneurs fail to shift to renewable energy, they will face serious challenges in the future. Major buyers, including H&M, have set targets for their supplier factories to reduce carbon emissions by 25%," he said.

Minister for Power, Energy and Mineral Resources Iqbal Hassan Mahmood said the government aims to generate at least 5,000 megawatts of electricity from the solar sector within the next five years, saying several initiatives would be taken to achieve the target.

As part of the initiative, import taxes on various types of solar equipment will be withdrawn.

However, he said the government may introduce a bonded warehouse system for solar equipment imports to prevent misuse of the duty-cut facility and is also planning to introduce rooftop solar systems in buildings across Dhaka with private sector support.

"If fully implemented, it would be possible to generate electricity equivalent to 5,000 megawatts from solar energy in Dhaka alone," he added.

The minister also noted that under the current circumstances, there is no alternative to increasing electricity prices.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো